দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

পরীক্ষা পদ্ধতি লইয়া হাঙ্গামা

এসএসসি পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি বাতিল করিয়া পুরাতন এবং বহুল সমালোচিত পদ্ধতি বহাল রাখার দাবীতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একশ্রেণীর ছাত্রের দ্বারা বিক্ষোভ, সমাবেশ, অবরোধ, হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং এমনকি জনসাধারণের সম্পত্তি ভাংচুরের মত ধ্বংসাত্মক ঘটনা বেশ কয়েকদিন ধরিয়াই ঘটিয়া চলিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই এ সংক্রান্ত সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। ধ্বংসাত্মক তৎপরতার প্রধান শিকার যান-বাহন এবং দোকানপাট। ভাব-খানা এমন যে, কিছু গাড়ী এবং দোকানপাট ভাংচুর করিলেই দাবী আদায় হইয়া যাইবে, সে দাবী যৌক্তিক হউক আর অযৌক্তিকই হউক। বলার অপেক্ষা রাখে না, দাবী আদা-য়ের এই পদ্ধতির কাছে কর্তৃ-পক্ষীয় মহলের নতি স্বীকার করার নজির থাকার কারণেই বার বার শুধু এক শ্রেণীর উচ্ছৃংখল ছাত্রই নয়, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীও এই 'সিওর-সাকসেস' পদ্ধ-তির আশ্রয় নিতে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু নূতন পরীক্ষা পদ্ধ-তির প্রচলন প্রতিহত করার জন্য ভাংচুরের মত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ তো বটেই, বিক্ষোভ-সমাবেশ-মিছিলের মত নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলনও কাম্য হইতে পারে না,—বিশেষ করিয়া যখন শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ এবং এমনকি অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রও মনে করে পুরাতন পরীক্ষা পদ্ধতি পাস করার জন্য সহজ হইলেও মেধা যাচাইয়ের জন্য যথাযথ নয়।

পুরাতন ও নূতন উভয় পদ্ধতিতেই প্রতি পত্রে ৫০% নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত। তথাপি পুরাতন পদ্ধতির আক-র্ষণ হইতেছে ঃ প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্য-ক্তিক প্রশ্নসমূহ ৫০০ প্রশ্নের এক প্রশ্নব্যাংক হইতে নির্বাচন করা হইত। ফলে এই ৫০ নম্বরের উত্তর করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মূল বইয়ের ধারে-কাছেও না যাইয়া কেবল ঐ প্রশ্নব্যাংকের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির জবাব মুখস্থ করিলেই চলিত। উপরন্তু নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশ মিলাইয়া ৩৩% নম্বর পাইলেই পাস ধরা হইত। 'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া' প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটার যে নিয়ম বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতিতে তাহা ছিল না। ফলে দেখা গিয়াছে অনেক পরীক্ষার্থী স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িয়াও নৈর্ব্যক্তিক অংশ হইতেই পাস নম্বর লাভে সমর্থ হইয়াছে এবং সেই সূত্রে মূল বই প্রায় স্পর্শ না করিয়াও পরীক্ষায় উৎরাইয়া গিয়াছে। নূতন পরীক্ষা পদ্ধতিতে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রশ্নব্যাংক হইতে প্রশ্ন নির্বাচনের নিয়ম রহিত করার পাশাপাশি রচনামূলক ও নৈর্ব্য-ক্তিক উভয় অংশে পৃথকভাবে পাস করার বিধান করা হই-য়াছে। এক শ্রেণীর উচ্ছৃংখল ছাত্রের আপত্তি এখানেই।

দেশে শিক্ষার মান যে ক্রমাবনতিশীল তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রশ্নব্যাংকের সুবিধা এই মানাব-নয়নে শক্তিশালী ইন্ধন হিসাবে কাজ করিয়াছে, যেমন করিয়া-ছিল '৭২ সালে অটো প্রমোশন ও সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতির কোন উপকারিতা না থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন বিবেচনায় এসএসসি পর্যায়ে উহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা বোধগম্য নয়। পদ্ধতিটি যে ত্রুটিপূর্ণ উহার প্রচলনের পূর্বে তাহা বুঝিতে না পারা কর্তৃপক্ষের জন্য এক অমার্জনীয় ব্যর্থতা। আরো অমার্জনীয় বিষয়, প্রচ-লনের এক বৎসর পর এই পদ্ধতির অসারত্ব বুঝিতে পারা সত্ত্বেও এবারের মতই কিছু উচ্ছৃংখল পাঠবিমুখ ছাত্রের গাড়ি ভাংচুর নামক আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করিয়া আরো কয়েক বৎসরের জন্য পদ্ধতিটি বহাল রাখার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন শিক্ষার মান বজায় রাখার স্বার্থে পুরাতন পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখার দাবি সম-র্থনযোগ্য নয়।